দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 4 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাবি উপাচার্য নিয়োগে জটিলতা

প্যানেলে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

সানাউল হক সানী ●

২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তখন তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাঁচে বাদ পড়েন তিনি। পরে উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয় অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদকে। আর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান।

২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য পদে দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠিত হন আ আ ম স আরেফিন এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

ঢাবি উপাচার্য নিয়োগে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সিদ্দিক। ওই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ সিনেটের ১০৫ সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৫৫ জন। তাদের মধ্যে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র ৩৬ জন।

গত শনিবার সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের আগে উপাচার্য প্যানেলের নির্বাচন দেওয়ায় অধিবেশন বয়কট করে বিএনপি ও জামায়াত-সমর্থিত শিক্ষকদের সাদা দল। বিভিন্ন বাম ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনও বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভের সময় আরেফিন সমর্থক শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর হাতাহাতির ঘটনাও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। শিক্ষকদের বয়কট ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যেই উপাচার্য নিয়োগে তিনজনের প্যানেল ঘোষণা করে সিনেট। তিনজনের তালিকায় বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নাম রয়েছে।

এদিকে উপাচার্য নির্বাচনে সিনেট সভায় মনোনীত ৩ সদস্যের প্যানেলের কার্যক্রম স্থগিত করেছেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে ওই সিনেট সভার বৈধতা নিয়ে করা রিট ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভিসি দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সঙ্গে বিষয়টি বিচারপতি জিনাত আরার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ গতকাল এই আদেশ দেন।

উপাচার্য পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের শুরু : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের দায়িত্বে থাকাকালীন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের ছেলে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বেশ কয়েকবার তাকে ঢাবির জিন প্রকৌশল বিভাগে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু প্রতিবারই উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিকের বিরোধিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়। এরপর সিন্ডিকেট নির্বাচন ও শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নীল দলের পরাজয়ের পিছনে আরেফিন সিদ্দিক দায়ী করেন হারুন-অর-রশিদকে। দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে বিষয়টি আদালতেও গড়ায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতা ও হারুনপন্থি শিক্ষক অধ্যাপক ড. অহিদুজ্জামান এসব বিষয়ে প্রকাশ্যই সমালোচনা করতেন। এরপর ২০১৩ সালে হারুন-অর-রশিদকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর মিজানুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে। এ ছাড়া অহিদুজ্জামান নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। ২০১৫ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকটা একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আরেফিন সিদ্দিকের। তবে সর্বশেষ সিন্ডিকেট নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পাল্টাপাল্টি প্যানেল ঘোষণা করা হয় নীল দলের দুই গ্রুপ থেকে। পরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে হারুন-অর-রশিদের পক্ষের শিক্ষকরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। যদিও এর আগেই নির্বাচন কমিশন হারুনপন্থিদের মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করে।

ঘুরেফিরে আবার উপাচার্য পদ : নীল দলের শিক্ষকদের এমন বৈরিতার মধ্যেই গত ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ঢাবি সিনেটের অধিবেশন। এর আগে ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকরা অধিবেশন স্থগিতের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ জুলাই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করতে ঢাবি সিনেটের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন ২৬ জুলাই তা স্থগিত করে দেন আপিল বিভাগ। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সিনেট অধিবেশন। এতে সাদা দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন না। বাধা ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও। এরপরও গঠন করা হয় তিন সদস্যের উপাচার্য প্যানেল। এর মধ্যে রয়েছেন বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দীন ও বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন মো. আবদুল আজিজ।

সিনেট অধিবেশনেও নিয়ম লঙ্ঘন : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ-১৯৭৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এবারের সিনেট অধিবেশনেও নিয়ম মানা হয়নি। অধ্যাদেশে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে ২০ (১) এবং ২১ (২) ধারার অপপ্রয়োগ হয়েছে। অনুকূল পরিবেশ, যথেষ্ট সময় ও সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ২০ (১) ধারার আলোকে সিনেট পরিপূর্ণভাবে গঠন করা হয়নি। এ ধারা অনুসারে সিনেটে ১০৫ জন সদস্য থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এবার উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৫৫ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানান, দেশের ক্রান্তিলগ্নেও এসব নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ও স্বৈরাচার এরশাদের সময়ও সিনেট পূর্ণ ছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ও ১৯৯৬ সালে সিনেট অধিবেশনে ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। ২০০৪ সালে ছিলেন ৮৫ জন। কিন্তু অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের আগের মেয়াদে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৩৬ জন সদস্য। অধ্যাদেশের ২০ (১) ধারা অনুযায়ী সিনেটের ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে থাকবেন উপাচার্য, দুজন সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সরকার মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, জাতীয় সংসদের স্পিকার মনোনীত ৫ জন সাংসদ, আচার্য মনোনীত ৫ জন শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত ৫ জন গবেষক, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত অধিভুক্ত কলেজের ৫ জন অধ্যক্ষ ও ১০ জন শিক্ষক, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ২৫ জন নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, ৩৫ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ডাকসু মনোনীত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ আমাদের সময়কে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি খুবই খারাপ লক্ষণ। আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তাই বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কথা বলব না। তবে অতীতে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। আশা করব ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে গণতন্ত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখবে প্রশাসন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম আমাদের সময়কে বলেন, আমরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছি। সিনেট অধিবেশন ডাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছি। রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিনেটরদের বাদ দিয়ে এ অধিবেশনের কোনো বৈধতা নেই।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত সোমবার আমাদের সময়কে বলেন, নিয়ম মেনেই সব কিছু করা হয়েছে। যারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন বা বিরোধিতা করছেন এটা তাদের অধিকার। সিনেট অধিবেশনে কোথাও নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।